তারিখ 18 JAN 2016
পৃঃ ৬ কলাম ৫

প্রথম আলো

২৮ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

অস্বাভাবিক বেতন বাড়ানো কাম্য নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাবছরের শুরুতে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বেতন, ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি আদায় করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দেশের ২৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক। এমন কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, শিক্ষা কোনো পণ্য নয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না, তা তাঁদের বোধগম্য নয়।

যদিও গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাড়তি বেতন নেওয়া বন্ধ করার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বিশিষ্ট নাগরিকেরা বলেছেন, তাঁরা আশা করেন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর আদালতের নির্দেশনার আলোকে এই অনৈতিক ও বৈষম্যমূলক প্রয়াস বন্ধে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সংবিধানে বর্ণিত সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বেশ কয়েকটি স্কুলে অস্বাভাবিক বেতন ও ফি বাড়ানোর কারণে অভিভাবকদের ওপর বাড়তি বোঝা ও অনভিপ্রেত চাপের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি নীতিমালার বাইরে বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির এ ঘটনা ক্রমাগত অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। একদিকে অভিভাবকেরা রাস্তায় নামছেন, অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের কারণে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়।

বিশিষ্ট নাগরিকেরা আরও বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের জারি করা ভর্তি নীতিমালা মানছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। চলমান এ ধরনের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এটি সরকারের নীতিমালা এবং মহামান্য আদালতের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।'

বিশিষ্ট নাগরিকেরা মনে করেন, স্বাধীনতার তিন দশক পরে বর্তমান সরকারের আমলে সার্বভৌম সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০-এর দিকনির্দেশনার সঙ্গেও এই বেতন বৃদ্ধি সংগতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অযৌক্তিক ভর্তি ফি ও বেতন বৃদ্ধি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সরকারি নীতিমালা অমান্য করে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে এ ধরনের চাপ সৃষ্টি করা অন্যায়।

বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, নজরুল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, মাহফুজা খানম, এম হাফিজউদ্দিন খান, এ্যারোমা দত্ত, হোসেন জিল্লুর রহমান, সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধূরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শফি আহমদ, মেসবাহ কামাল, সৈয়দ আবুল মকসুদ, রামেন্দু মজুমদার, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, মনজুর আহমদ, এম এম আকাশ, হায়াত মামুদ, মামুনুর রশীদ, ইফতেখারুজ্জামান, বদিউল আলম মজুমদার, শাহীন আনাম, ফারাহ কবীর, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও এজাজুল ইসলাম।